বাংলাদেশ

প্রথম ভাগ

পনের কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশ একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশ। বর্তমানে দেশটি সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক পরিচালিত। সহিংস রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন স্থগিত করেন। সামরিক বাহিনীর সহায়তায় রাষ্ট্রপতি একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে নতুন সরকার ঘোষণা দেয় নির্বাচনী ও রাজনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়নের পর ২০০৮ সালের শেষ নাগাদ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২০০৭ সালে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, যার আংশিক কারণ জরুরি অবস্থা জারি ও নির্বাচন স্থগিত করা। সরকারের আরোপিত জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার অধীনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা ও জামিন লাভের স্বাধীনতাসহ অনেক মৌলিক অধিকার খর্ব বা রহিত করা হয়। সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান জনসমর্থন পেলেও যথাযথ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কম হলেও বেড়েছে অবৈধ আটক ও হেফাজতে নিপীড়ন। বিশেষত অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় বড় ভূমিকা পালনকারী সামরিক বাহিনী এসব ঘটলায় যুক্ত ছিল। মানব পাচার, বলপূর্বক শ্রম, নারী ও শিশু নির্যাতন গুরুতর সমস্যা হিসেবেই ছিল। সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলেও ইসলাম সরকারিভাবে রাষ্ট্রধর্ম এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা সবসময় একই রকম ছিল না।

দ্বিতীয় ভাগ

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক লক্ষ্য হল ২০০৮ সালের শেষ নাগাদ অনুষ্ঠিতব্য অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলের পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ; সুশাসনের উন্নয়ন; এবং শ্রম অধিকার, সংবাদপত্র ও ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ মানবাধিকারের অধিকতর সুরক্ষা। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও চর্চাকে সমর্থন, সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে উৎসাহদান, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধায় অনুসমর্থন এবং রাজনৈতিক ও চরমপন্থী সহিংসতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার চাওয়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের উন্নয়নে কাজ করে।

তৃতীয় ভাগ

সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের সদস্য এবং সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা করে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্মকর্তারা নির্বাচিত সরকার পুনর্বহালের গুরুত্ব নিয়মিতভাবে তুলে ধরেন। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারের কাছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং সরকার ও সামরিক বাহিনীকে এসব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার আহবান জানায়। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন এবং জরুরি অবস্থায় সেন্সরশিপের ব্যাপারে কথা বলতে ও সমর্থন জানাতে সাংবাদিকদের সাথে প্রকাশ্যে ও একান্তে বৈঠক করেন। তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং নির্দিষ্ট কিছু কিছু ব্যাপারে সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। যেমন, ২০০৭ সালে আদিবাসী একজন কর্মীর মৃত্যু সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনায় এবং একজন সংবাদকর্মীকে অবৈধভাবে আটক করে পুলিশি হেফাজতে নিপীড়ন সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা হস্তক্ষেপ করেন।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র উন্নয়নে এবং ২০০৮ সালের শেষ নাগাদ নির্বাচনের ভিত স্থাপনে যুক্তরাষ্ট্র অনেকগুলো প্রকল্পে সহায়তা দিচ্ছে। ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে জরুরি অবস্থার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডের ওপর সরকারি বিধিনিষেধ দলীয় উন্নয়নে গণ-কর্মসূচি পরিচালনা সীমিত করেছে। তা সত্ত্বেও, যুক্তরাষ্ট্র সরকার রাজনৈতিক ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ, নিরূপণ ও রিপোর্ট করতে রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অব্যাহতভাবে কাজ করছে। বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনী সংস্কার বিষয়ে সংলাপ সৃষ্টির জন্য কাজ করেছে। ভোটার তালিকায় ভুলের মাত্রা ও কারণ নির্ণয় করতে পরিচালিত জরিপ কাজেও যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা প্রদান করে। নির্বাচন কমিশন নতুন ভোটার নিবন্ধন কাজ সুষ্ঠু করতে এই জরিপকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন সহায়ক কর্মসূচি ও উদ্যোগ সমন্বয় করতে আন্তর্জাতিক দাতাদের স্থানীয় পরামর্শক ওয়ার্কিং গ্রুপের সভাপতিত্ব করে যাচ্ছে। এছাড়াও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যকরভাবে খবর প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয় গণমাধ্যমকে অব্যাহতভাবে সমর্থন করে যাচ্ছে।

জরুরি অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা সত্ত্বেও উন্নত স্থানীয় শাসনের প্রবক্তা হিসেবে কাজ করতে যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয় সরকার সংগঠনগুলোর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত

সংগঠনগুলো স্থানীয় সরকার সংস্কার এগিয়ে নিতে এবং স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ ও সেবার বিকেন্দ্রিকরণ প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা বৃদ্ধি করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সাত শতাধিক নির্বাচিত নারী কাউন্সিল সদস্যকে সহায়তা প্রদান করেছে। স্থানীয় সরকার কাউন্সিলে নিজ নিজ দায়িত্বের পরিধি বাড়াতে তাদেরকে সহায়তা করতে এসব নারীরা নেতৃত্ব বিষয়ে অ্যাডভোকেসি প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের চলমান আরেকটি কর্মসূচির লক্ষ্য হল জবাবদিহিতা বাড়ানো, সংসদীয় নজরদারি জোরদার করা, তথ্যপ্রাপ্তি সহজতর করতে আইনগত সংস্কার বাস্তবায়ন করা।

চতুর্থ ভাগ

বার্মা থেকে আগত ২০ হাজারের অধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীকে সহায়তা দিতে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করে। শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং শরণার্থীদের কাজের অনুমতি প্রদানসহ শরণার্থী শিবিরে বসবাসের অবস্থা উন্নয়নে সহযোগিতা করতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারকে অব্যাহতভাবে উৎসাহিত করে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা কর্মসূচি সুশীল সমাজের মাধ্যমে সহিষ্ণুতা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে কাজ করছে। এধরনের একটি কর্মসূচিতে পাঁচ হাজারের বেশি স্থানীয় ইমামরা অংশগ্রহণ করে। তারা মৌলিক জাতীয় উন্নয়ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন এবং গণতন্ত্র ও উন্নয়নের মূল্যবোধ ও চর্চা সম্পর্কে সংলাপে বসেন। এর ফলে এসব ইমামরা নিজ নিজ সমাজে সহিষ্ণুতার বাণী প্রচার করেন।

জরুরি অবস্থার অধীনে শ্রমিকদের সমবেত হওয়ার এবং ইউনিয়ন করার অধিকার স্থগিত ছিল। তবে, রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) ভেতরে ও বাইরে শ্রমিকদের শেখাতে এবং মালিকদেরকে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় শ্রম আইন মেনে চলতে যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক, মালিক ও সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করার কাজ অব্যাহত রেখেছিল। ইউনিয়ন বা সমিতি গঠনে ইপিজেড ও ইপিজেড বহির্ভূত শ্রমিকদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে যুক্তরাষ্ট্র কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। শ্রমমান উন্নয়ন করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার নিয়োগকর্তাদের সাথে কাজ করে।

মানব পাচার রোধে কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা পাচার বিরোধী পুলিশ ইউনিটের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে সরকারের সাথে মাসিক বৈঠক করেন এবং বিদেশে আটকে পড়া পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সাহায্য করতে দেশটির বিদেশি দূতাবাসগুলোর কনস্যুলার সার্ভিসের সামর্থ্য উন্নয়নে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকারি আইনজীবী ও পুলিশ কর্মকর্তাদের জন্য পাচার তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে। পাচারের শিকার ব্যক্তি ও প্রত্যক্ষদর্শীদের উন্নত পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকারগ্রহণ, সাক্ষ্য সংগ্রহ এবং উন্নত উপস্থাপনমান অর্জনের মাধ্যমে পাচার বিষয়ক মামলাগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৪৫০ জনের বেশি আইনজীবী ও প্রসিকিউটরদের যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২০০৭ সালে সুশীল সমাজের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় পুলিশ কর্মকর্তাদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ রেফারাল এবং পরিচর্যা-পরবর্তী প্রক্রিয়া নীতি প্রণয়ন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র পাচারকৃত ব্যক্তিদের - যাদের অধিকাংশই নারী- আশ্রয়, স্বাস্থ্যসেবা, মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ ও আইনি সেবা প্রদানের জন্য সহায়তা প্রদান করে।